ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৮ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, সোমবার, ১৮ পৌষ ১৪২৪, ০১ জানুয়ারি ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও রপ্তানিকারকবৃন্দ,

মেলায় অংশগ্রহণকারী দেশী-বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৮-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ২০১৮ সালের আজ প্রথম দিন। সবাইকে জানাচ্ছি নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিতা মা-বোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ একদিকে তাঁদের নতুন পণ্য প্রদর্শনীর সুযোগ পান, অন্যদিকে দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদার একটি চিত্রও তাঁরা পেয়ে থাকেন। ফলে পণ্যের মানোন্নয়ন ও বহুমুখী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদেশী অংশগ্রহণকারীগণও আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করতে পারেন।

সুধি,

প্রাচীনকাল থেকে বিদেশী বণিকদের কাছে আমাদের এই ভূখন্ড ছিল আকর্ষণীয় জায়গা। মসলা ও তাঁতের কাপড়ের জন্য বিদেশী বণিকেরা এ বাংলায় পাড়ি জমিয়েছেন। আমাদের মসলিনের সুনাম ছড়িয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিখ্যাত রাজদরবারগুলোতে। আমাদের তৈরি জাহাজের সুনাম ছিল সুদূর ইউরোপে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বাঙালিরা রাজনৈতিক বঞ্চনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণের শিকারে পরিণত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়। এখানকার শিল্প-কলকারখানা, অর্থনীতি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত পশ্চিমারা। আমাদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হন। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনার সংগ্রামকে তিনি ৬-দফার মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনে পরিণত করেন।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। আজকে আমরা স্বাধীন জাতি। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে মনোযোগী হন। পাশাপাশি শিল্প-উৎপাদনের দিকে নজর দেন। তিনি পশ্চিমাদের ফেলা যাওয়া কলকারখানাগুলো জাতীয়করণ করেন। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন। এই অল্প সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭ ভাগের উপরে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলো সে সব কলকারখানা পানির দামে বিক্রি করে দেয়। তারা মানুষের উন্নয়নের পরিবর্তে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যস্ত ছিল।

১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা বেসরকারি খাতের উন্নয়নে কাজ শুরু করি। আমরা নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল, সরকার নিজে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না, কিন্তু সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। আমাদের উদ্যোগের ফলেই আজ দেশে বেসরকারি খাত ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

১৯৭১ সালে মাত্র ৪ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকার অর্থনীতি নিয়ে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের। আর এখন আমাদের অর্থনীতির পরিমাণ প্রায় ৮ লাখ কোটি টাকারও বেশি। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশ্বের ৪৬তম বৃহত্তম অর্থনীতি। বিগত প্রায় ৯ বছর ধরে

ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। শুধু তাই না, বিগত দুই বছর ধরে তা ৭ শতাংশ অতিক্রম করেছে। গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.২৮ শতাংশ।

এখন আমদানি ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ অভ্যন্তরীণ আয় থেকে মেটানো হচ্ছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলারে উন্নীত। অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক অধিকাংশ সূচকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেছি। যে পাকিস্তান আমাদের বঞ্চিত করেছিল, আজ তারা আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে আমাদের পিছনে পড়েছে।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্ব ব্যাংকের মতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে একই সঙ্গে উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রীতিমত বিস্ময়। প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স বলেছে Next Eleven এর প্রথমে থাকা বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০৫০ সালে পশ্চিমা দেশগুলোকেও ছাড়িয়ে যাবে।

'City Investment Research and Analysis' বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্রুত প্রবৃদ্ধির দিক থেকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেশগুলোর তালিকায় প্রথমদিকে স্থান দিয়েছে। এভাবে IMF, The Wall Street Journal, JP Morgan Chase এবং Morgan Stanley বাংলাদেশকে অপার সম্ভবনাময় দেশগুলোর তালিকায় প্রথম সারিতে যুক্ত করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অত্যন্ত বড় অর্জন।

বর্তমানে আমরা ১৯৯টি দেশে ৭৫০টি পণ্য রপ্তানি করছি। ২০১৬-২০১৭ সালে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৪.৮৫ বিলিয়ন ডলার। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৪১ বিলিয়ন ডলার। আমি আশা করছি, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের অবস্থান আরও সুসংহত হবে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমাদের প্রতিযোগী দেশসমূহের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে টিকে থাকতে হলে আমাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

আমরা ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। ২০২১ সাল নাগাদ আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। তখন স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য জিএসপি সুবিধা থাকবে না। বিভিনণ অশুল্ক বাধাকেও অতিক্রম করার প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার মত সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্রান্ডিং ও আকর্ষণীয় করার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। নিজস্ব ব্রান্ডে রপ্তানি করা সম্ভব হলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ এবং এ খাত থেকে আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের চলতি মেয়াদে ১২টি দেশে নতুন দূতাবাস স্থাপনসহ নতুন ১৭টি মিশন খোলা হয়েছে। এসব মিশন খোলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এছাড়া আমাদের প্রায় সকল দূতাবাসে অর্থনৈতিক শাখাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আমি ব্যবসায়ীদের তাঁদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য এসব শাখার সুবিধা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

সুধী,

শিল্পোৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফরকালে ১৩.৬ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে কার্যক্রম শুরু করার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

তৈরি পোশাকখাতের পর চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি দ্রব্য। এ শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে চামড়া খাতকে আমরা ''Product of the Year'' ঘোষণা করেছিলাম। ঢাকা থেকে চামড়া শিল্প সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে।

কাঁচা চামড়া রপ্তানির পরিবর্তে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির উপর জোর দিতে হবে। আমরা পণ্যে যত বেশি মূল্য সংযোজন করতে পারব আমরা তত বেশি লাভবান হব এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প একটি উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প। দেশের চাহিদার ৯৮% যোগান দিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অষ্ট্রেলিয়াসহ শতাধিক দেশে ঔষধ রপ্তানি করা হচ্ছে।

ঔষধ শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে আমরা মুন্সিগঞ্জে এ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু করেছি।

বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আমি ২০১৮ সালের জন্য **কাঁচামালসহ ঔষধকে "Product of the Year"** ঘোষণা করছি। আমার বিশ্বাস, তৈরি পোশাক শিল্পের মত এ শিল্পেও অচিরেই আমরা সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত হব।

সুধিমন্ডলী,

অবকাঠামো খাতে আমাদের উদ্যোগ ইতোমধ্যে সুফল বয়ে আনতে শুরু করেছে। বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৬ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত প্রকল্পের কাজ চলছে। আমরা নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ঢাকায় মেট্রোরেলের কাজ চলছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে।

একটা সময় ছিল বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল বন্যা, খরা, মঙ্গার দেশ হিসেবে। বাংলাদেশ মানেই ভুখা-নাঙা মানুষ। বিদেশ থেকে সাহায্য না পেলে বাজেট তৈরি হত না। আজ সে অবস্থা নেই। এখন আমরা কারও সাহায্যের আশায় বসে থাকি না। আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছি।

আসুন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৮-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...